৭৬

1[illegible] SEP 1989

তারিখ [illegible] SEP 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

দৈনিক ইনকিলাব

নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য গণনাকারীরা গতকাল থেকে কাজ শুরু করেছেন —ইনকিলাব

দেশে ভোটার গণনা কাজ শুরু শিক্ষকরা ব্যস্ত তাই ক্লাস বন্ধ

॥ জাকারিয়া কাজল ॥

দেশের চতুর্থ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজে শিক্ষকরা ব্যস্ত হয়ে পড়ায় গতকাল অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস হয়নি। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, মাত্র ৮ দিনে তাদের ভোটার গণনার কাজ শেষ করতে হবে। মাত্র ৮ দিনে ভোটার গণনার কাজ শেষ করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করলে তা কতটুকু সঠিক হবে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। বিগত ভোটার তালিকা অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে প্রণীত ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে গণনাকারীগণ এর প্রায় দ্বিগুণ সময়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য নির্বাচন কমিশন ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬শ' ৯৫ জনের কর্মীবাহিনী নিয়োগ করেছেন। এই কাজ ৮৩ জন রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা, ৮শ' ৩৮ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা, ২৭ হাজার ২শ' ১৩ জন সুপারভাইজার এবং ১ লাখ ৭ হাজার ৫শ' ৬৩ জন গণনাকারী নিয়োগ করা হয়েছে। এর আগে ১৯৭৩, ১৯৭৬ এবং ১৯৮৩ সালে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল। এবারের খসড়া ভোটার তালিকা ১ অক্টোবরে প্রকাশ করা হবে।

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ভোটার গণনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভোটার গণনা কাজ গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। গণনাকারীদের আগামী ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫ কপি ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। গণনাকারীরা এই সময় অত্যন্ত অপ্রতুল বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গণনাকারীদের প্রায় সবাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এত অল্প সময়ের মধ্যে ভোটার গণনার কাজ শেষ করতে হবে বিধায় প্রাথমিক শিক্ষকরা সবাই সঙ্গত কারণেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এর ফলে গতকাল অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই কোন ক্লাস হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র নাম ডেকে বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দেয়া হয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুপারভাইজারদের সভায় গণনার সময় আরো বাড়ানোর জন্য বলা হলেও সময় বাড়ানো হয়নি। ভোটার গণনার মত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তৃত কাজ মাত্র ৮ দিনে শেষ করা হলে এ তালিকা কতটুকু সঠিক হবে সে বিষয়েও কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। গণনাকারীরা তাদের সরবরাহকৃত স্টেশনারী দ্রব্যাদির মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে, সরবরাহকৃত কলম খুবই নিম্নমানের বলে অভিযোগ রয়েছে।

সঠিক ভোটার তালিকার উপরই সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নির্ভরশীল। গতকাল কাজ শুরুর প্রথম দিনেই গণনাকারীদের কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক এলাকায় অনুপস্থিত বা অভিবাসনকৃত (Migrated) ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ দেয়ার অপচেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।